দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 07 OCT 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৮ হাজার ৩শ' ৩০ স্কুল কলেজে পড়াশোনার ন্যূনতম পরিবেশ নেই।। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জরিপ

স্টাফ রিপোর্টার।। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জরিপ ও ম্যাপিংয়ে দেখা গেছে দেশের শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ বা ৮ হাজার ৩৩০টি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজে ন্যূনতম পড়াশোনার পরিবেশ নেই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান শিক্ষার বিকাশে কোন ভূমিকা রাখছে না বরং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বেতন বাবদ গড়ে বছরে জনগণের ট্যাক্সের ১৪ লাখ ৬৬ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এই জরিপে দেশে 'এ' প্লাস স্ট্যান্ডার্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখানো হয়েছে শতকরা দুই দশমিক ষাট ভাগ বা ৫৯৭টি। আর শতকরা ৩০ দশমিক ২৬ ভাগ বা ৬ হাজার ৯৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্ট্যান্ডার্ড 'এ' নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শতকরা ৩০ দশমিক ৮২ ভাগ বা ৭০৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করা হয়েছে 'বি'। দেশের শতকরা ৮৭ ভাগ সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর জরিপ চালিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই মান নির্ধারণ করা হয়েছে।

রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। জোট সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর আয়োজন করা হয় এই সাংবাদিক সম্মেলন। এ সময় এক বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশের বর্বরতা এবং বুয়েটে সনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং পরোক্ষভাবে এই দু'টি ঘটনাকে ব্যর্থতা হিসাবে স্বীকার করা হয়।

সম্মেলনে জানানো হয়, সন্ত্রাসের উৎপত্তি হয় শিক্ষাঙ্গন থেকে। তাই গ্রাসরুট লেভেল থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে পদক্ষেপ নেয়া হবে। স্কুল-কলেজের দশটা-চারটা নতুন

(৭ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

৮ হাজার ৩শ' ৩০

(৮-এর পাতার পর)

সময়সূচী সম্পর্কে বলা হয়, ক্লাসের বাইরেও একজন শিক্ষককে ন্যূনতম সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজির থাকতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন, উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি প্রফেসর আবদুর রশীদ, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ জাহেদুর রহমান এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বছরে যা করেছে

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বছরের যেসব কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সফলতা দাবি করা হয় সেগুলো হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার চিহ্নিত করার জন্য ৪৯ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ, ৬৪ জেলা সদরে অবস্থিত প্রধান সরকারী কলেজের নিজস্ব অর্থায়নে তিন মাস মেয়াদী অবৈতনিক ইংরেজী শিক্ষার সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু, ছয়টি বিভাগীয় সদরে ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরী স্থাপনের উদ্যোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ম্যাপিং ও জরিপ, শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ, ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতি কমিয়ে আনার চেষ্টা এবং এই ডিপার্টমেন্টের নাম শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর নামে নামকরণ, গত সরকারের আমলে বন্ধ হওয়া ২২২টি মাদ্রাসা চালুসহ ৫৭০টি নতুন মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করা, সময়মতো পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো, নকলের হার কমিয়ে আনা এবং নকল প্রতিরোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, ১৯ জানুয়ারি বিশ্ব শিক্ষক দিবস ঘোষণা এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে পুরস্কৃত করার উদ্যোগ, অবসর সুবিধা আইন মন্ত্রিপরিষদে পাস এবং সংসদের আগামী অধিবেশনে বিল হিসাবে উত্থাপন করার প্রক্রিয়া শুরু, আন্তর্জাতিক সহায়তায় বগুড়ায় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ, নতুন ১৫টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রদান, চারটি বিআইটিকে পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে একটি সংস্কার কমিটি গঠন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার কম্পিউটার সরবরাহের উদ্যোগ, দুর্নীতি ছাড়া ১৮শ' স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এমপিওভুক্তকরণ, এবতেদায়ী মাদ্রাসায় বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা, এসএসসি পরীক্ষায় এক বিষয়ে পরপর দু'বছর ফেল করা পরীক্ষার্থীকে শেষবারের মতো পরীক্ষা দেবার সুযোগ প্রভৃতি।

ভবিষ্যতে যা করা হবে

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, শিক্ষা খাতে কাজ করার অনেক কিছুই বাকি আছে যা পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। এগুলো হচ্ছে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সদরে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ, হায়ার এডুকেশন এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং ও জরিপে যেসব নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোকে মানসম্মত করার চেষ্টা, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তির টাকা বৃদ্ধি, বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষকদের শতকরা ১০ ভাগ বেতন বাড়ানো, বেসরকারী শিক্ষকদের উৎসবভাতা, বাড়িভাড়া প্রদান এবং নয় দফা চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ, স্কুল-কলেজে শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ, আটটি বড় সরকারী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ, গ্রেডিং সিস্টেমকে সংশোধন করা, কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক করা এবং সেগুলোর ওপর মন্ত্রণালয়ের নজরদারি বাড়ানো, পাঠ্যবইয়ে নৈতিকতা, পরিবেশ ও মাদকাসক্তির কুফল অন্তর্ভুক্ত করা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা অধিদফতরের কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতিটি জেলায় পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন, প্রতিটি উপজেলায় ভিটিআই স্থাপন, জেলখানার শিশুদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের উপযোগী করা, বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগ কাঠামো তৈরি প্রভৃতি।